175666 - কবররে আযাব তাওহীদবাদী পাপীদরে হতে পারে; তবে কবররে চাপ সবার ক্ষত্রেে হবে

প্রশ্ন

আমি কবররে আযাব ও কবররে সংকীর্ণতা নয়িে বশে কয়কেটি উত্তর পড়ছে,ি যে কবররে আযাবে মুমনিরাও আক্রান্ত হব।ে কন্িতু কছিু হাদীসে এর বপিরীত বক্তব্য পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মুসলমানরো বশ্িবাস করে কবরে যে ব্যক্তরি কাছে মুনকার-নাকীর দুই ফরেশেতা এসে তাকে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করে সে যদি মুমনি হয় তাহলে তার কবর সত্তর হাত (প্রত্যকে হাত ছয় ইঞ্চ)ি প্রশস্ত করা হয়, তার কবর আলোকতি হয়ে যায়। তারপর তাকে জানয়িে দওেয়া হয় যে সে কয়িামতরে দনি পর্যন্ত বররে মত ঘুময়িে থাকব।ে এরপর আল্লাহ তাকে জাগ্রত করে তার আমলরে প্রতদিান দবিনে। আর যদি সে মুনাফকি হয় তাহলে আল্লাহ কবরকে নর্িদশে দবিনে যনে কবর তাকে চাপ দয়ে। যার ফলে তার পাঁজররে হাড়গুলো একটি অন্যটরি ভতেরে ঢুকে যাব।ে

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্িলাহ।.

কবররে আযাব ও কবররে নয়িামতরে ব্যাপারে বর্ণতি ভাষ্যসমূহরে মাঝে কোনো বপৈরীত্য নইে, আলহামদু লল্িলাহ। সবই সত্য। মুমনিরে কবর সত্তর হাত বাই সত্তর হাত প্রশস্ত করা, কবরকে তার জন্য আলোকতি করা এবং তাকে বলা হব:ে ‘তুমি এমন বররে মতো করে ঘুমাও যাকে কবেল তার পরবিাররে প্রয়িতম সদস্য ছাড়া অন্য কউে জাগাবে না’ এবং তার কবরকে সবুজাভ করে দওেয়া হবে যমেনটি তরিমযিী (১০৭১) ও অন্য গ্রন্থে বর্ণতি হয়ছেে এবং শাইখ আলবানী ‘মশিকাতুল মাসাবীহ’ গ্রন্থে এ হাদসিকে হাসান বলছেনে; এগুলো কামলি ঈমানদাররে ক্ষত্রেে ঘটব,ে যে ঈমানদার আল্লাহর আনুগত্যে অগ্রণী ছলি, তাঁর অবাধ্যতায় পছিয়িে থাকত কংিবা শহীদদরে মত মুমনিদরে ক্ষত্রেে যাদরে জন্য আল্লাহ কবররে আযাব ও ফতিনা থকেে মুক্তি লখিে রখেছেনে।

অন্যদকিে কছিু মুসলমি কবরে আযাব ভোগ করবে মর্মে যা বর্ণতি হয়ছেে তা পাপী মুসলমিদরে ক্ষত্রেে প্রযোজ্য, যারা নকে আমলরে সাথে মন্দ আমলও করছে।ে আল্লাহ তাদরেকে তাদরে পাপরে জন্য হয়তো কবরে এবং কয়িামতরে দনি জাহান্নামে শাস্তি দবিনে। তারা পরশিুদ্ধ ও শুচি হয়ে এলে তখন তাদরেকে জান্নাতে প্রবশেরে অনুমতি প্রদান করবনে। যমেনটি সহহি বুখারীতে (৭০৪৭) সাব্যস্ত হয়ছে:ে সামুরা বনি জুন্দুব রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণতি হাদীসে উল্লখে করা হয়ছেে যে অনকে তাওহীদবাদী পাপীর ক্ষত্রেে কবররে আযাব হব।ে যমেন: ঐ ব্যক্তি যে ফরয নামায না পড়ে ঘুময়িে থাকে, ব্যভচিারী, সুদখোর, মথি্যাবাদী, যার মথি্যা দকিদগিন্তে ছড়য়িে যায়।

হাফযে ইবনে হাজার বলনে: ‘এই হাদীসরে আরো একটি শিক্ষা হলো: কছিু পাপী বারযাখে শাস্তি পাবে।’[ফাতহুল বারী (১২/৪৪৫) থকেে সমাপ্ত]

এছাড়া যে ব্যক্তি পশোবরে ক্ষত্রেে সতর্কতা অবলম্বন করত না এবং যে ব্যক্তি চোগলখুরী করে বড়োত তাদরে কবররে আযাবরে কথাও সহহি বুখারী (২১৬) ও সহহি মুসলমিে (২৯২) বর্ণতি হয়ছে।

ইবনুল কাইয়মি রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

‘কবররে আযাব দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার হচ্ছে স্থায়ী কবররে আযাব। তবে কছিু হাদীসে বর্ণতি হয়ছেে যে দুই ফুঁকরে মধ্যবর্তী সময়ে তাদরে শাস্তি হালকা করা হবে। তারা কবর থকেে ওঠার পর বলবে: “হায়রে আমাদরে দুর্ভোগ! আমাদরেকে আমাদরে শয্যা থকেে কে উঠালো?”[সূরা ইয়াসনি: ৫২] এই প্রকাররে স্থায়ত্বিরে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী: ‘তাদরেকে সকালে ও সন্ধ্যায় আগুনরে সামনে রখেে দওেয়া হয়।’[সূরা গাফরি: ৪৬]

দ্বতিীয় প্রকার হচ্ছে একটি নর্িধারতি সময় পর্যন্ত, তারপর শাস্তি শষে হয়ে যাবে। এটি হচ্ছে এমন কছিু পাপীদরে শাস্তি যাদরে অপরাধ কম। ফলে সে তার অপরাধরে মাত্রা অনুসারে শাস্তি পাবে। তারপর তার শাস্তি হালকা করে দওেয়া হবে; যমেনভিাবে তাকে জাহান্নামওে নর্িধারতি সময় শাস্তি প্রদান করার পর শাস্তি বন্ধ করে দওেয়া হবে। দোয়া, দান-সদকা, ক্ষমা-প্রার্থনা অথবা হজ্জরে সওয়াবরে কারণে শাস্তি বন্ধ করে দওেয়া হবে।’[আর-রূহ গ্রন্থ থকেে সমাপ্ত (পৃ. ৮৯)]

(8829) নং প্রশ্নরে উত্তরে কবররে আযাবরে কছিু রূপ দখো যতেে পার।ে

দুই:

পাপীদরে কবররে আযাব আর মুমনিদরে কবররে চাপ ও দুই ফরেশেতার জজ্ঞিাসাবাদরে মধ্যে পার্থক্য আছ।ে এটি কোনো প্রকার শাস্তি না। কবররে ভয়াবহতা এবং চাপ সবার ক্ষত্রেে প্রযোজ্য। এমনকি নকেকার মুমনিরাও এটরি সম্মুখীন হব।ে

কন্তিু বশিষে অর্থে যে শাস্তরি ইঙ্গতি আমরা উত্তররে প্রথম অংশে দয়িছেি সটেি নর্িদষ্টি কছিু পাপরে জন্য প্রদত্ত শাস্তি। এটি সবার ক্ষত্রেে ব্যাপক নয়।

নাসাঈর টীকায় (৪/১০৩) সুয়ূত্বী রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

‘নাসাঈ বলনে: আল্লাহর অনুগত মুমনিরে কবররে শাস্তি হবে না। তার শুধু কবররে চাপ হব।ে’[সমাপ্ত]

এটি আরো স্পষ্ট হয় ইমাম আহমদের বর্ণনার (২৩৭৬২) মাধ্যমে, আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'কবরের এমন একটি চাপ আছে যা থেকে কোনো ব্যক্তি বাঁচতে পারলে সে হত সাদ ইবনে মুয়ায।'[শাইখ আলবানী 'সহীহাহ' গ্রন্থে (১৬৯৫) এটিকে বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন]

কবরে রাখার পর মৃত ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই চাপের সম্মুখীন হয়। পাপী মুসলিমরা যে কবরের শাস্তি পায় এটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে যে এটি সাদ ইবনে মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও আক্রান্ত করেছিল, যার মৃত্যুতে রহমানের আরশ কেঁপে উঠেছিল। সহিহ বুখারী (৩৮০৩) ও মুসলিম (২৪৬৬)-এ যেমনটি প্রমাণিত।

তিনি:

হাদীসে উল্লিখিত হাতের পরিমাপ করার ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তার বক্তব্য: 'প্রতিটি হাত ছয় ইঞ্চি' এমন বক্তব্য যার পক্ষে কোনো দলীল নেই। কারণ বারযাখের জীবন এমন গায়েবী (অদেখা) বিষয় যার প্রতি আমরা ঈমান আনি। দুনিয়ার কোনো পরিমাপ দিয়ে তা আমরা মাপি না। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে মুমিনের কবর সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। এই হাতের পরিমাণ নিয়ে আমরা কথা বলি না। কারণ এটি গায়েবী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এর দলীল হচ্ছে বারা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস যা ইমাম আহমদ (১৮০৬৩) কবরের প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসে আছে: 'তার চোখ যতটুকু দেখতে পায় কবর তার জন্য সে পরিমাণ প্রশস্ত করে দেওয়া হবে'। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে গ্রন্থে (১৬৭৬) হাদীসটিকে সহিহ বলে গণ্য করেছেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।